

বগিত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন ঘটনাটি ঘটেছে সটেইছিল। বিশ্বে দুটি বিশিষ্ট বশক্ তরি ঘাঝে একটরি পরাজয় এবং বলিপ্ তটি বিশ শতাব্ দরি ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকের্ ড। এবং সবে ইতিহাস নর্ যতি হয়ছিলি আফগানগানদরে হাতে। বলিপ্ ত সবে বিশিষ্ট বশক্ তটিছিল। সবে ভয়িতে রাশিয়া। আফগান যবে জাহদিগণ দীর্ঘ ১০ বছরের যুদ্ধে সবে ভয়িতে রাশিয়ার এতটাই অর্থনৈতিকি রক্ তক্ ঘরণ ঘটয়িছিলি যবে দেশেটরি পক্ ষে তার বিশাল দহে নয়ি টেকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। সদনি জটিছিলি আফগান যবে জাহদিরা। সটেই তন্ য কনে দেশেরে সাথে কয়েলশিন করে নয়। সবে বজিয়েরে ফলে ডজন খানকে স্ বাধীন রাষ্ ট্ রেরে জন্ ম হয়ছিলি। তখচ সবে ভয়িতে রাশিয়া চীনেরে যত জনসংখ্ যায় বিশ্ বেরে সবচেয়ে বড় দেশেটকি আদর্ শকি দখলে নয়িছিলি। দখলে নয়িছিলি ইউরোপেরে অর্ থকে রাষ্ ট্ রকে।

এর পূর্ বেরে শতাব্ দতি তথা উনবিশ শতাব্ দতিও তারা আরকেট বিশিষ্ট বকের্ ড গড়ছিলি। সটেইছিলি, সবে সঘয়েরে বিশ্ বেরে একমাত্ র বিশিষ্ট বশক্ তগি রটে ব্ রটিনেকে শেচনীয় ভাবে দুই বার পরাজতি করছিলি। একবার তে। হামলাকারবি ব্ রটিশি সনোদলকে সম্ পূর্ণ নশি চহি ন করে দয়িছিলি। পালয়িবে প্ রাণে বখেছিলি মাত্ র কয়কেজন। তখন তাদের জনসংখ্ যা আজকেরে বাংলাদেশেরে একটা জিলেরে সমানও ছিলি না। তখচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরেও বেশী জনসংখ্ যা নয়িবে পাক-ভারত-বাংলাদেশে উপঘাহাদেশে ১৯০ বছর ব্ রটিশিরে গেলামী করছে। আফগান যবে জাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্ যাট্ রকি করত য়েচছে। বিশিষ্ট বশক্ তরি উপর এটি হববে তাদের ত্ তীয় বজিয়। তারা পরাজতি করত য়েচছে শূধু মার্কনি বাহনীকে নয়, ন্ যাট্ রে সম্ মলিতি বাহনীকে। একবিশ শতাব্ দীর ইতিহাসে এটি হববে আরকে নয়। পরাজয়েরে সবে ঘন্ টা বজে উঠছে পাশ্ চাত্ ঘেরে মডিয়িত। ব্ রটিনেরে গার্ ডিয়ান পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট্ সাইমন জনেকনি স্ সটেই স্ স্পূষ্ ট্ করে লখিছনে গত ২০ই আগষ্ ট্ রে সংখ্ যায়। তার মতে, আফগানসি তান ন্ যাট্ রে কনে ভবষি য় নই। তারা যবে পরাজতি হ্ চছে তা নয়িবে আর সাঘান্ যতম সন্ দহেও নই। তার কথায়, মার্কনি যুক্ তরাষ্ ট্ র যদকি থাও আরকে ভয়িতে নাঘেরে দকি দ্ রুত ধাবতি হয় সটেই আফগানসি তান। সমগ্ র বিশ্ বেরে লডাকু জহিদিদেরে জন্ য বড় কাঙ্ খতি স্ থানটি প্রখন আর ইরাক নয়, সটেই আফগানসি তান। ন্ যাট্ রে পরাজয়েরে সবে সূর্ ধ্ বনতি হয়ছে ব্ রটিনেরে ইনডপিনেডনে ট পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট্ রবার ট্ ফসি করে লখোতেও। ২০০১ সালের অক্টে বেরে মার্কনি বাহনী দেশেটকি দখলে নলিও শূর্ তই তারা ব্ বাত য়ে পারে দেশেটকি নয়িন্ ত্ রণে রাখা তাদের একার পক্ ষে সম্ ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশেট নিয়িতন্ ত্ রণেরে দায়ভার চাপায় ন্ যাট্ রে উপর। ফলে হাজরি করে প্ রায ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সনৈ যক। এখন দাবী উঠছে, আরো সনৈ য চাই। বাড়তি সনৈ য সংখ্ যা বজিয়েরে সম্ ভাবনা কি আদো বাড়াবে? পূর্ য়ে মাছেরে সংখ্ যা বাড়লে যমেন শকিরীর ম। স্ য শকিরে স্ বাধি হয় তমেনসি বাধি হববে তালবোনদেরে। সাবকে মার্কনি প্ রসেডিনে ট্ জমিকার ট্ রেরে নরিাপত্ তা বধিয়ক পরামর্ শদাতা ম। ব্ রজেনিসি ক বিলছনে, আফগানসি তানে সনৈ য বাড়িয়ে কনে লাভ হববে না। বরং এতে আফগানদেরে ক্ রে। থ বাড়বে।

হতাশা ফ্ টে উঠছে এমনকি আফগানসি তানে মার্কনি বাহনীর কমান্ ডারেরে সাম্ প্ রতকি বক্ তব্ যও। তনি বিলছনে, যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র ধ্ বংস ও পাক-আফগান সীমান্ ত দয়িবে তাদের তনু প্ রবশে বন্ ধ করত য়ে না পারলে বজিয় অসম্ ভব। যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র বলতে তনি বি. ঝয়িছনে পাকসি তানেরে সীমান্ ত প্ রদশে ও বলে চপি তনকে। কনি তু সটেই কি সম্ ভব? সটেই সম্ ভব নয় বলই নশি চতি বলা যায়, আফগানসি তানে তাদের বজিয়ও অসম্ ভব। মার্কনি যুক্ তরাষ্ ট্ র তার নজি সীমান্ তে বিশাল উণ্ চ্ দেওয়াল ও বদে যু তকি তারেরে বডো দয়িবে প্ রতবিশী মকে স্কি। থকে বটেইনী তনু প্ রবশেকারদিদেরে প্ রবশে একে দিনেরে জন্ যও রু থতে পারনে। যবে যান্ য আটলান্ টকি বা প্ রশান্ ত যহাঙ্গাপার অতক্ রম করত য়ে পারে তারা কি একটা দেশেরে সীমান্ তও অতক্ রম করত য়ে না? প্ রতবিছর হাজার হাজার মকে স্কিন প্ রবশে করছে যুক্ তরাষ্ ট্ রে। আর পাক-আফগান সীমান্ ত সমভূ মনিয়, সম্ দ্ র-ঘেরোও নয়, বরং দুর্ গম পাহাড়-পর্ব ত ও বনজঙ্ গলে ঘেরো। ফলে এ সীমান্ ত পাহারা দেওয়া অসম্ ভব। বহু হাজার মাইল বসি ত্ ত পাহাড়

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

পরবর্তরে কে না কে না দয়ি়ে কে কভিাবে প্ রবশে করছে সটে কিয়কে লক্ ষ সীমান্ ত প্ রহরী দয়ি়েও কবি়ি খা সগ্ ভব? সটে কি দখলদার রু শ বাহনী পারনে। ভারত শাসনকালে ব্ রটিশিরাও পারনে। ন্ যাটো বাহনীও পারছে না। তখচ ন্ যাটো সো পাহারাদাররি দায়তি ব্ চাপাচ্ ছে পাকসি় তানরে উপর। পাকসি় তানরে সো অরু থবল, লোকবল, মনবল - কনে টাই নেই। ভারতরে সাথে তার নজিরে সীমান্ ত পাহারা দতিই পাকসি় তান হযিসীম খাচ্ ছে। সম্ প্ রতকিশ মীর অশান্ ত হওয়ায় তার দু শ্ চনি তা আরো বড়েছে। ফলে তারা কনে নজি় থরচো আফগান সীমান্ ত পাহারা দবি়ে? এটি তি়ে। আফগান সরকার ও মার্কনীদরে কাজ। মার্কনীদরে চাপে তাদের তনু গত বনু্ জেনোরলে মো শাররফ তবুু ও বহু চষে টা করছে, কনি তু পারনে। তখচ মো শাররফরে সো ব্ ঘরু থতা মার্কনি প্ রশাসন মনে নতি়ে পারনে, বলছে যে শাররফ একাজে আনু তরকি ছলি না। এখন তালবোনদরে শক্ তবি দ্ খরি জন্ ষ দো ষ চাপয়ি়েছে পাকসি় তানরে সরকার ও তাদের গে যেনে দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষেদকি়ে বু শ প্ রশাসনরে ক্ ষে াভ এতটাই বড়েছেলি যে মো শাররফরে অপসারণেও সায় দয়ি়েছে। পাকসি় তানরে অভ্ ঘনু তরে নজিরোই বহু বার বে ম্যা বরু ষণ করছে এবং বহু নরিপরাধ নরিহ মানু ষকো তালবোন বলে হত্ যা করছে। আর এভাবে পাকসি় তানরে রাজনীতকি়ে আরো অস্ থতিশীল করছে। পাকসি় তানরে অভ্ ঘনু তরে মার্কনি বে ম্যা বরু ষণে পাকসি় তানরে সারু বভে ায়ত্ ব যভোবে লংঘতি হলো। সটে পাকসি় তানরে যে কে না সরকাররে পক্ ষে মনে নেওয়া অসম্ ভব। এতে পাকসি় তান সরকাররে পক্ ষে অত্ ঘনু ত কঠনি হয়ছে মার্কনীদরে পক্ ষ নেওয়া। এতে তালবোন বাহনীর রকি় রটমনে ট ও সমরু থণ বড়েছে প্ রচনু ড ভাবে, এবং সটে বিু বা যাচ্ ছে আফগানসি় তান ও পাকসি় তানরে রণক্ ষতে রুে। তালবোনরা যে শু ধু আফগানসি় তানরে ৭০% দখলে নয়ি়েছে তাই নয়, পাকসি় তানরেও সীমান্ ত প্ রদশে ও বলে চি় তানরে বিশাল পাহাড়ী এলাক্ া নজি় দখলে নয়ি়েছে। পাকসি় তানরে পুলশি বা প্ রশাসনরে করু মকরু তাদের প্ রবশে সথোনে অসম্ ভব। পাকসি় তান সনোবাহনীকোও যতো হয় হলেকি়ে প্ টার গানশপি ও ভারকি়ামান নয়ি়ে। সটেও কয়কে দনিরে দখল জময়ি়ে রাখার জন্ ষ।

ন্ যাটো রে ব্ ঘরু থতা প্ রকট ভাবে প্ রকাশ পয়েছে চলতি সিপ্ তাহে। দেশরে গ্ রামীন এলাকা যে হাতছাড়া হয়গেছে তা নয়ি়ে এমনকি বু শ-ব্ রাউন-সারকো ষী চক্ ররেও দ্ বঘিত নেই। এমনকি াপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ রটিনেরে ডেইলী টেলিগ্ রাফও তা নয়ি়ে দ্ বঘিত করনো। তবে তাদের বশি় বাপ ছলি, সয়গ্ র আফগানসি় তানরে উপর নয়িন্ ত রণ না থাকলেও তনু ততঃ কাবুল ও তার আশপোশরে এলাকার উপর ন্ যাটো নরিপত্ তা প্ রতষ্টি া করতে পরেছে। এ সপ্ তাহে প্ রমাণ হল, কাবুলরে অতিকি়েছেও তারা কতটা নরিপত্ তাহীন। পাশ্ চাত্ ষ প্ রচার মাধ্ যম ছবি ছাপছে, মো টির সাইকলে, খো লা জপি়ে চেপে মো জাহদিগণ কভিাবে কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়য়ে - যা পাকসি় তানে সীমান্ তরে দকি়ে যাওয়ার প্ রধান সড়ক - তার আশপোশে প্ রকাশ্ যে চলাফরো করে। গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সামান্ ষ দু রে ফ্ রান্ সরে ১০ জন সনৈকিকো তারা হত্ যা করছে এবং মারা ত্ যক ভাবে আহত করছে ২১ জনকো। পরদকি়ে পাকসি় তান সীমান্ ত থেকে মাত্ র ২০ মাইল দু রে বিশাল মার্কনি ষাংটিকি়ে ষাম্ প সালমে রে সম্ মু থ ভাগে হামলা হয়ছে। নহিত হয়ছে ১৩ জন মারা মার্কনীদরে জন্ ষ করতো, আহত হয়ছে আরো ২২ জন। গত ৭ই জুলাই বশি় বস্ ত হয়ছে কাবুলরে ভারতীয় দু তাবাস। সো বে ম্যা হামলায় মারা ষায় ৪১জন।

তবে যতই বাড়ছে প্ রতিরোধ ততই মারমু ষী হচ্ ছে ন্ যাটো বাহনী। গত ২০/০৮/০৮ তারখি মার্কনি বাহনী হরিাত প্ রদেশরে সনিদান্ দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি়ে নাগরকিকো হত্ যা করছে। নহিতদরে মধ্ য ১১ জন মহলি়া এবং ৫০ জন শশি়। আর এ তখ্ ষ প্ রকাশ করছে আফগানসি় তানরে স্ বরাষ্ ট্ র দফতর। তবে আল-জাজরি়া স্ থানীয় ব্ যক্ তদিরে বরাত দয়ি়ে থবর দয়ি়েছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনরেও বেশী। এখন আর শু ধু তদনু ত নয়, তারা দয়ি়ে ব্ যক্ তদিরে শাস্ তি দবি়ি করছে। এর ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ ট্ মার্কনি বমি়ান হামলায় নহিত হয়ছে ১২ জন বসোমরকি়ে নাগরকি়ে। একমাত্ র গত ৮ মাসই তারা ১ হাজাররে বেশী বসোমরকি়ে ব্ যক্ তকি়ে হত্ যা করছে। কথা হলো, এমন হত্ যা পাগল মার্কনীরা আফগানসি় তানকো গণতনু ত্ র ও উনু নয়ন উপহার দবি়ে সটে কি়েউে বশি় বাপ করবে? তনু ততঃ আফগানরা সটে আর বশি় বাপ করো না বলই এখন তারা তাদের থেকেই তারা মু ক্ তি চায়। আফগানদের কাছে জীবন বাঁচানই এখন বড় ইস্ যু হয়গে দাংড়য়ি়েছে।

বলা হয়গে থাকে, নজিরক্ ও পনে টাগণে ২০০১ সালরে ১ই সপে টেম্ বর যে হামলা হয়ছিলি আফগানসি় তানে মার্কনি হামলার পরকিল্পনা হয়ছিলি তারপর। কথাটি ঠিকি নয়। পরকিল্পনা হয়ছিলি নবু বইয়ের দশকই। একথা সত্ য, সো ভয়ি়েতে রাশিয়ার

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

লড়াইয়ে যার কনি যু ক্তরাষ্ট্র র মজে জাহাদিদে সাহায্য করছেলি। তবে সে সাহায্য নশির ত্ব ছিলি না। তাদরে আশা ছিলি সে ভয়িতে রাশায়ির পরাজয়রে পর আফগানিস্তান তাদরে তানুগত থাকববে। কনি তু তালবোনদরে ক্তমতায় যাওয়ায় যার কনিদে সে প্তরত্যাশা পূরণ হয়নি। আর এ কারণে তাদরে অপসারণও যার কনিদে লক্ ষ্ য হয়ে দাংড়ায়। এবং সটে নিউয়র্কে হামলার বহু পূর্ বই। সটেকি কোন গেপন বসিয়ও ছিলি না। নডিজ উইক ও ওয়াশিংটন পে ষ্টে তা নয়ে একাধিকি নবিন্ ধ ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন পে ষ্টে প্তরথম প্ ষ্টায় ছাপা হয়, সতাইএ সথোনে ১৯৯৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদে লক্ ষ্ য়ে কাজ করছিলি। ২০০১ সানরে ওরা তক্ টে বর ওয়াশিংটন পে ষ্ট থবর ছাপে, ক্ লিন্ টন প্তরশাসন এবং পাকিস্তানে প্তরধান মন্ত্ রী নওয়াজ শরীফ ১৯৯৯ সালই বনি লাদনেকে হত্ যার পরকিল্পনা করছেলি। কনি তু সটেসিম্ ভব হয়নি। তার আগই জনোরলে মজে শাররফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করনে। জনোরলে মজে শাররফ আর সে পরকিল্পনা নয়ে এগু যনি। ইংল্ যান্ ডে থেকে প্তরকাশতি জনেস ইন্টারন্যাশনাল স্কিউরিটির ২০০১ সালরে ১৫ই মার্চ প্তরকাশতি রপিরে টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও রাশায়ির সহযে গতি নয়ে যু ক্তরাষ্ট্র র তালবোন সরকারে অপসারণে চেষ্টা করে। এ লক্ ষ্ য়ে পূরণে যু ক্তরাষ্ট্র র তাজকিস্তান ও উযবেকিস্তানে অবস্থতি তাদরে যাংটি থেকে নর্দার্ন অ্যালায়ন্সকে বপিল অস্ত্র জেগাতে থাকে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভেম্ বর থবর দয়ে, তালবোন সরকার হটানে রে লক্ ষ্ য়ে সতাই এ বছে নয়ে মার্ কনি যু ক্তরাষ্ট্র রে সাবকে প্তরতরিক্ ষা উপদেষ্টা রবার্ট ম্ যাকফারলনেকে। তনি তালবোন বরিেষী সাবকে মজে জাহাদি নতো আব্দুল হক ও আহম্ মদ শাহ মাসুদকে বছে ননে এবং সে পরকিল্পনা হয়েছিলি টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার তনকে আগই। কনি তু মার্ কনিদে সে চেষ্টাও ব্ যর্থ হয়। কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকারে হাতে। আহমদে শাহকে হত্ যা করতে সাহায্য করছেলি একজন আলজেরিয়ান মজে জাহাদি।

তন্ যদরে ঘাড়ে অস্ত্র রেখে উদ্দেশ্যে সাধনই মার্ কনিদে প্তরথম প্তরায়েরটি। লক্ ষ্ য়ে, নজিদে তরু ও রক্ তক্ ষয় কমানো। কনি তু তালবোনদরে বরিুধে সে কৌশল সফল হয়নি। ফলে নজিদেই নাঘতে হয়েছে। এবং সটেরি শুরু ২০০১ সালরে ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেনে টাগণ বধি বস্তু হওয়ার ১ মাস পর। শুরু তই যেষা দয়িছিলি, হামলার লক্ ষ্ য়ে আল-কায়দা নতো বনি লাদনে ও তালবোন নতো মজে ল্লা ওমররে গ্ রফেতার এবং আল কায়দাকে ধ্বংস করা। কনি তু বগিত প্তরায় ৭ বছরে সে লক্ ষ্ য়ে অর জতি হয়নি। এখন তাদরেকে গ্ রফেতার বা হত্ যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোম্বা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবিস্কারককে হত্ যা করে লাভ হয় না। তবে ন্ যাটে। বাহানী সফল হয়ে কয়েক লক্ ষ নরিপরাধ মানুষ হত্ যায়। হাজার হাজার বোম্বা ফলেছে বস্তু গ্ হে, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্ র দেশে পরণিত হয়ে য়ে দুধক্ ষতে র। ৭ বছর লাগাতর য়ে দুধরে পরও ন্ যাটে। বাহানী দেশে উপর নয়িন্ ত্রণ বাড়তে পারনে। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে য়ে নয়িন্ ত্রণ ছিলি, ২০০৮ সালে তা নই। শূধু বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসপ্তুপ ও পণ্ড্ গু মানুঘরে সংখ্ যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গেরপ্তানগুলে। এগু লে। পরণিত হয়ে ন্ যাটে।-বর বরতার প্তরতীক্ ৭ বছর আগে য়ে নরিপত্ তা পতে এখন সে নরিপত্ তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন কিরাজধানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদরে ক্তমবরু ধমান শক্ তবিধি কারণ জনসমর্থন। মাছ যমেন পানতি ইচ্ছামত সাংতার কাটে মজে জাহাদিরাও তমেনা জনসমর্থনের কারণে অস্ত্র কাংখে রাপ্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্ র জনগণকে। আফগানিস্তানে যত মুসলিম দেশে জনগণের সর্ব্বাত্মক সহযে গতি পতে হলে য়ে কোন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হতে হয়। তখন সে য়ে সাধারণ মুসলমান শূধু মখেথিকি সমর্থনই দয়ে না; অরু থ, সময় এবং রক্ তও দয়ে। রুশদে বরিুধে সটেই প্তরমানতি হয়েছে। এখন আবার সটেই দ্বিতীয়বার প্তরমানতি হচ্ ছে। ইসলামে নছিক য়ে দুধ বলে কোন প্তরশিব্ দ নাই। যটেই আছে সটেই হলো জ্ বহাদি। মুসলমানরে প্তরতটিকির মকে যমেন হালাল হতে হয়, তমেনা প্তরতটিকি য়ে দুধকে জ্ বহাদি হতে হয়। স্ যকে লার বা জাতীয়তাবাদী য়ে দুধে প্তরানদান দুরে থাক সামান্য অরু থদানেও ধরু মপ্তরান মুসলমানরে আগ্ রহ থাকে না। এটি অপচয়। এমন য়ে দুধে য়ে গদয়ে নছিক পশোদার বতেনভে গতিও ধরু মজে অণ্ড গকিরশূণ্ য স্ যকে লাররো। কনি তু জ্ বহাদি সর্ব্ব-মুসলমানরে। ধরু মপ্তরান মুসলমান তখন দগিাদিকি থেকে ছুটে আসে পণ্ড্ গপালরে যত। তারা য়ে গদয়ে নজি-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানে জ্ বহাদি মজে জাহাদিরা ছুটে এসেছিলি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে দেশগু লি থেকে। আফগানিস্তানে আজও সটেই হচ্ ছে। কারণ মুসলিম বশি বয়ে এমন ব্ যক্ তদিরে সংখ্ যা কম নয় যারা নাযায-রোযা, হজ্ ব-যাকাতরে পাশাপাশি ইসলামের সর্ব্বোচ্চ ইবাদত জ্ বহাদিদের বশি দুধ ক্ ষতে রও থুংজে। এমন ক্ ষতে র পলে তারা নজি উদ্ য়ে গদে উড়ে আসে। ভেগলকি বাধা কোন বাধাই নয়। এজন্ যই তালবোন

Written by ফরিদে জাহাঙ্গীর কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

বাহনীর লড়াইকে মৌজাহদিদের আভাব হচ্ছিল না। রুশ বাহনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহনী সমস্যা হল তারা ইসলামের আত্মমৌলিক বস্তুকেও বুঝতে পারেনি। একটামু সলিমি দেশে তামু সলিমি দখলদারি এবং গণহত্যা যা জুবহিদদের বিশুদ্ধ বৈধতা দিয়ে সোম্যান্ড জুগুন কিয়ার কনিদের আছে? এতজুগুতার কারণে বুঝতে পারেনা, আফগানিস্তানের জুবহিদকে কেনে আরব, পাকিস্তানী, চচেনে, উজবেকে বা উইগুর চাইনজি মৌজাহদি লড়ছে। ভাবছে, সন্তরাপী বলছে গালগিলাজ করলে বা গোলান তেনামে। বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তামু সলিমি দেশেরে ৭০ হাজার সৈন্য ন্যাটোর পতাকা তলে কাঁধে কাঁধ মলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তান। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে তন্য গোলার্ড ও বিশ্বে তন্য কণে থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভুলে কনো বাধাই সৃষ্টি করছে না। এখন প্য়ান-পাশ্চাত্য ঘবদ হলো। তাদের রাজনীতি, প্য়রতিরিক্শা ও পররাষ্ট্ৰনীতি। এর র্আও গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খ্ৰষ্টবাদ। অথচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্য ঘবদ, প্য়ান-খ্ৰষ্টবাদ ও তার প্য়তীক ন্যাটোর মৌকাবেলোয় আফগানিস্তানে স্টিপ্য়র বল কাজ করছে স্টিপ্য়র হলো। প্য়ান-ইসলামজিম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারখোর উর্ধ্বে উঠে যাে প্য়রতিরোধ লড়াই তারা লড়ছে স্টিপ্য়র তাদের নছিক রাজনীতিনয়, পররাষ্ট্ৰনীতিনয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি স্য়রব্চাচ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্বে পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মার্কনি বাহনীর যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থনৈতিক। মধ্য প্রাচ্যের তলে ও গ্য়াসের খনতি যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য প্রাচ্যের নব্য আবিষ্কৃত তলে ও গ্য়াস খনি প্য়ায় ৭৫% এখন মার্কনিদের হাতে। স্খলাভূমি দ্বারা পরবিষ্টিটি এ এলাকার তলে ও গ্য়াস নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তারা তলে ও গ্য়াসের পাইপ স্খাপন করতে চয়েছিল। তালবোনদের ক্শমতায় থাকার কারণে স্টিপ্য়র সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো। জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি তন্য ত্য়র। সৌভাগ্যে রাশিয়ার দখলদারি মূক্ত করতে গিয়ে সমগ্ৰ আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবহিদদের ইনস্টিটিউশনে। সৌ ইনস্টিটিউশন পরটির যা দটি ছিল জুবহিদী চতেনার। ইসলামেরে বপিল্বী আদর্শ যাে কত শক্তিশালী স্টিপ্য়র প্য়মাণ তারা ময়দানে দটি ছিল। ইসলামকে দ্য়ুত একটি আদর্শিক শক্তি হিসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদনি ছাড়া ত্পৃষ্ঠেরে বুকে আর কনো দেশে এত মৌজাহদি ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কনো ভৌগলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষিমানুষ এখানে এক মৌহনায় এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সৌভাগ্যে রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টার গটে রূপে বছে নয়েছিল মার্কনি আধিপিত্য ঘবদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরগ তালবোনদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যেরে স্য়বর্ধ ও মূল ঘবো। ধেরে প্য়রতি এটিকে তারা হুমকিরূপে মনে করে। মুসলিম দেশে গুলিতে ব্য়ভচারে প্য়রণান্ড মলিবো, মদ্যপানে শাস্তি হিবো, নষিদি ধ হবো নাচগান, উলঙ গতা, বৌজাইনী হবো স্য়ুদী শোষণ ও কায়কারবার - এমনটি তাদের কাছেরে রহনযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলেই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্য়াজ্যেরে বপিতার না হোক, তন্য ততঃ এগুলিকে তারা বিশ্বে ময় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব হটে হয়ে যায়। তারা চায়, বিশ্বে কনো অভিনিন্য মানচিত্য়রেরে আঙুতায় আনতে না পারলেও একটি অভিনিন্য মূল ঘবো। ও সংস্কৃতির আঙুতায় আনা। তাছাড়া তাদের ব্য়চরণত বিশ্বে ময়। তারা যখনো যায় মদ্যপান, ব্য়ভচার, স্য়ুদখে রীর ন্যায় অত্য়্যাপগুলে। সাথে নয়েই যায়। বিশ্বে ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সগেল নিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাই নিরানন্দ হবো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বিশ্বে ময় প্য়চার করার প্য়য়াসকে বাধা প্য়রত করছিল তালবোনরা। শ্য়ু আফগানিস্তানেই নয়, তন্য ঘন্য মুসলিম দেশেও। তালবোনদের উচ্ছদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরগেরে কাছেরে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং স্টিপ্য়র পন বসিয়েও ছিল না। মার্কনি প্য়সেডিনে ট জরুজ ব্য়শ এবং প্য়রাক্তন ব্য়টিশ প্য়রধানমন্ত্য়ী ব্য়লয়োর বলছিলেন, এটি হলো দুটি মূল ঘবো। ধেরে যুদ্ধ, এবং ন্যাটো। লড়ছে সৌ মূল ঘবো। ধেরে বজিয়ে। একই যুক্তিতে প্য়সেডিনে ট পদপ্য়রার্থী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যেরে মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। ব্য়টিশ প্য়রধানমন্ত্য়ী ব্য়রাউন বলছেন, আফগানিস্তান হলো আসল ফ্য়নটলাইন। একই মত ফ্য়রান্য়র প্য়সেডিনে ট ও জার্মান চ্য়ান্য়লেরেরেও। এভাবে এ যুদ্ধ মার্কনি যুক্তরাষ্ট্য়র একার যুদ্ধ থাকেনি। পরণিত হয়েছো ইসলামেরে ব্য়ুদ্ধে সমগ্ৰ পাশ্চাত্য খ্য়টান জগতেরে যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়েজে করতে গিয়ে প্য়সেডিনে ট ব্য়শেরে মূখ দিয়ে একবার ক্য়সডে শব্দটিও বের হয়েছিল। তাই যুদ্ধেরে শুরুরে বনি লাদনেকে হত্যা করা প্য়য়াে। রাটি বিলে যাে ষণা করা হলেও আজ আর স্টিপ্য়র মূখে আনা হয় না। এখন স্টিপ্য়র শরয়িত আইনের উচ্ছদে, জুবহিদী ইসলামেরে বনিশ। তালবোনদের অপরাধ শ্য়ু এ নয় যাে তারা বনি লাদনেকে আশ্য়রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরয়িত প্য়রতিষ্টিা করেছিল। এবং জহোদকে বিশ্বে ময় করেছিল।

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শূন্য সাফরকি নয়; আদর্শকি এবং সাংস্কৃতিকি। ইসলামের মৌলিকি বশি বাসগুলে একে মৌলবাদ বলে সগেলে রাই বলিপ্তিচায়। ফলে তারা শূন্য বেয়ারে বমিয়ান, টাংক ও গেলোবারুদ নয়ই সখোনো হাজারি হয়নি, হাজারি হয়েছে শক্ তিশালী প্ রচার মাধ্ যম, স্ যকে লার মডলেরে স্ ক ল, মদ, অশ্ ললি ভারতীয় ও হলডিডরে ছায়াছবিও অসংখ্ য স্ যকে লার এনজিও নয়িও। এনজিওগ লে। বাংলাদেশেরে মহলিদরে যমেন রাস্ তায় নাময়িছে এবং লেনে দেওয়ার নামে স্ দ থাওয়ার ন্ যায় তাত্ জঘন্ য হারাম কাজকে সংস্ ক্ তিবানয়ি ফলেছে স্ টে তারা আফগানস্ তানেও করতে চায়। ইসলাম এমনকি ইজ্ বরে ন্ যায় ফরয কাজেও মহলিদরে একাকী যতে দেয় না। অথচ এনজিও গুলিমহলিদরে একাকী গাছ পাহারায় নাময়িছে, দে কানো বসয়িছে। য়ে মূল্ যবে াধের কারণে ঢাকা বা মূল্ বাইয়ে পততিব্ ত্ তি বা ব্ যভটিার যমেন শাস্ তি য়ে াগ্ য অপরাধ নয় বরং আইনসদি ধ্ একট্ পশো, স্ টে তারা আফগানস্ তানেও দেখতে চায়। আরো দশটিপণ্ যেরে ন্ যায় নারী দহেকেও সহজে কনো-বচোর পণ্ য়ে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে ব্ যভটিারদিরে পাথর মেরে হত্ যার কে রআন আইন অমানবকি। তালবোনদরে পরাজয়রে পর বজিযী শক্ তি তাই য়ে াষণা দয়িছেলি, আর যাই হকৈ শরয়িতরে আইন তারা প্ রতষ্ ঠিতি করতে দেবে না। হামলার লক্ ষ্ য য়ে নছিক বনি লাদনে ও মৌ ল্ লা ওমররে হত্ য়া নয় বরং ইসলামেরে বধিয়ান ও মূল্ যবে াধেরে নরি মূল্ স্ টেই স্ দেনি প্ রকাশ পয়েছেলি। তাদের কথা, ইসলামকে জহিদমূ ক্ ত করতে হব। কারণ, এ জহিদী চতেনাই পাশ্ চাত্ যেরে আধপিত্ য বস্ তিররে পথে বড় বাধা। জহিদী চতেনার শক্ তি তারা স্ বচক্ য়ে দেখেছে রাশয়ির বরি দু ধে। দেখেছে লবোননে। য়ে ইসরাইলী সাফরকি শক্ তিরি বরি দু ধে মশির, সরিয়ী ও জর্ দানের মলিতি বাহনী এক সপ্ তাহ্ টকিতে পারনেসে ইসরাইলী বাহনীকে তনি সপ্ তাহ্ যাপী রু খছে হজিবুল্ লাহ। একই শক্ তিবলে হামাস ইসরাইলীদরে বতিডিতি করছে গাজা থেকে। এ জ্ বাহিদী চতেনা-সম্ পন্ ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মু সলমানরো কনো ধরণরে অস্ ত্ র বানাবে বা ব্ যবহার করবে স্ টে যমেন নরি ধারণ করতে চায় তমেন ইসলামেরে কনো শক্ ষাক্ গ্ রহন করবে বা বর্ জন করবে স্ টেও তারা নরি ধারণ করে দতি চায়। আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর যুদ্ধ কনো জাতয়িতাবাদী শক্ তিরি বরি দু ধে নয়, কনো জাতীয় সরকারেরে বরি দু ধেও নয়। বরং স্ টেইলে। ইসলাম ও ইসলামি মূল্ যবে াধেরে বরি দু ধে। এখাই তালবোনদরে বড় সাফল্ য। পপ্রিলেও স্ টে পারনে। কাশ্ মরীরাও এ যাবত পারনে। (অবশ্ য কাশ্ মরীরা ইদানি জাতয়িতাবাদ ছুড়ে ইসলামেরে দকি আসছে। তারা এখন শ্ লে াগান দটি ছে 'আজাদীকা মতলব কয়ী? লা ইলাহা ইল্ লাল্ লাহ') অথচ তালবোনরা এ যুদ্ধকে ইসলাম ও অনসৈলামেরে যুদ্ধে পরণিত করছে। পরণিত করছে স্ যকে লারজিয ও জাতয়িতাবাদমূ ক্ ত এক নরি ভেজাল জ্ বহিদে। এমন যুদ্ধে মহান আল্ লাহও তাদের পক্ য়ে হয় যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়ছেলি। তালবোনদরে বশি বাস, আল্ লাহর সাহায্ য ও বজিয তৌ এ পথেই স্ নশি চতি হয়। কথা হলো, ন্ য়াটোর বমিয়ানগুলে। আফগানদরে অসংখ্ য বাড়ী-ঘর ও দে কানপাট গুড়য়ি দেতি পারলেও এ বশি বাসকে তাক করে কৈ একটি গে লাও ছু ড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮

আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর অত্ যাসন্ ন পরাজয়
ফরিদে জে মাহবুব কামাল

বগিত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গ্ রু ত্ বপূ র্ ণ য়ে ঘটনাটি ঘটছে স্ টেইলে। বশি বরে দু টি বশি বশক্ তিরি মাঝে একটির পরাজয় এবং বলিপ্তি বশি শতাব্ দরি ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকের ড। এবং স্ টে ইতিহাস নরি যতি হয়ছেলি আফগানগানদরে হাতে। বলিপ্ত স্ টে বশি বশক্ তিটি ইলে। স্ টে ভয়িতে রাশয়ি। আফগান য়ে জাহদিগণ দীর য় ১০ বছরেরে যুদ্ধে স্ টে ভয়িতে রাশয়ির এতটাই অর্ থনতৈকি রক্ তক্ যরণ ঘটয়িছেলি য়ে দেশেটির পক্ য়ে তার বশাল দহে নয়ি টকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। স্ দেনি জতিছেলি আফগান য়ে জাহদিরা। স্ টেও অন্ য কনো দেশেরে সাথে কৈ য়লশিন করে নয়। স্ টে বজিযেরে ফলে ডজন

Written by ফরিদে জাহাঙ্গীর কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

খানকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। তখাচ সোভিয়েত রাশিয়া চীনকে মত জনসংখ্যা বর্ধিত করে সবচেয়ে বড় দেশটিকে আদর্শকি দখলে নিয়েছিল। দখলে নিয়েছিল ইউরোপের অর্ধেক রাষ্ট্রকে। এর পূর্ববর্তী শতাব্দীতে তখা উনবিশ শতাব্দীতেও তারা আরকেটকি বর্ধিত করে রেখেছে। সটেইলো, সো সময়ের বর্ধিত করে একমাত্র বর্ধিত করে বর্ধিত করে শোচনীয় ভাবে দুই বার পরাজিত করেছিল। একবার তখা হামলাকারি বর্ধিত সনোদলকে সম্মুখীন করে দিয়েছিল। পালিয়ে পলায়নে বেঁচেছিল মাত্র কয়েকজন। তখন তাদের জনসংখ্যা আজকের বাংলাদেশের একটা জেলার সমানও ছিল না। তখাচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশে উপমহাদেশে ১১০ বছর বর্ধিত করে গেলো করছে। আফগান যোদ্ধাগণ এবার বর্ধিত করে হ্যাট করে রাখতে যাচ্ছে। বর্ধিত করে উপর এটি হবে তাদের তৃতীয় বর্ধিত। তারা পরাজিত করতে যাচ্ছে শুধু মার্কিন বাহিনীকে নয়, ন্যাটোর সম্মিলিত বাহিনীকে। একবিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হবে আরকে নয়। পরাজয়ের সো ঘন্টা বর্ধিত উঠছে পাশ্চাত্যের মডিয়িত। বর্ধিত করে গার্ডিয়ান পত্রিকার পত্রিকার কলামিস্ট সাইমন জনেকনি সটেইলো স্পষ্ট করে লিখেছেন গত ২০ই আগস্টের সংখ্যায়। তার মতে, আফগানিস্তান ন্যাটোর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তারা যো পরাজিত হচ্ছে তা নিয়ে আর সামান্য তম সন্দেহও নেই। তার কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যদ্যকি থাও আরকে ভিয়েতনামের দ্যকি দ্রুত খাতি হয় সটেইলো আফগানিস্তান। সমগ্র বর্ধিত করে লড়াই জাহিদীদের জন্ম বর্ধিত করে খতি স্থানটি এখন আর ইরাক নয়, সটেইলো আফগানিস্তান। ন্যাটোর পরাজয়ের সো সুরধ্বনি হয়ে বর্ধিত করে ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার পত্রিকার কলামিস্ট রবার্ট ফর্স্ট করে লিখেছেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে মার্কিন বাহিনী দেশটিকে দখলে নিয়ে শুরুর তখা তারা বর্ধিত করে পারো দেশটিকে নয়। তখন রাখা তাদের একরকম সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশটি নিয়ে তখন দায়িত্ব চাপায় ন্যাটোর উপর। ফলে হাজার করে পলায় ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সৈন্যকে। এখন দাবী উঠছে, আরো সৈন্য চাই। বাড়তি সৈন্য সংখ্যা বর্ধিত করে সম্ভাবনা কিতাদো বাড়াবে? পুরুত্বেরে মাছেরে সংখ্যা বাড়লে যখন শিকারীর মত সশস্ত্র শিকারে সুবিধা হয় তখনই সুবিধা হবে তালবানদের। সাবকে মার্কিন পলায়নে টি জর্জি কার্টারের নরিপত তা বর্ধিত করে পরামর্শদাতা মার্কিন বর্ধিত করে বিলিয়ে, আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। বরং এতে আফগানদের ক্রোধ বাড়বে।

হতাশা ফুটে উঠছে। এমনকি আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর কমান্ডারেরে সাম্প্রতিকি বক্তব্যেও। তিনি লিখেছেন, যোদ্ধাদের নরিপদ আশ্রয়কনে দ্রুত বর্ধিত করে পাক-আফগান সীমান্ত দিয়ে তাদের তনু পলায়নে বর্ধিত করে না পারলে বর্ধিত করে অসম্ভব। যোদ্ধাদের নরিপদ আশ্রয়কনে দ্রুত বলতে তিনি বিলিয়েছেন পাকিস্তানের সীমান্ত পলায়নে ও বলে চিন্তা করে। কনি তু সটেইলো সম্ভব? সটেইলো সম্ভব নয় বলেই নশি চিত্তি বলা যায়, আফগানিস্তানে তাদের বর্ধিত করে অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার নর্জি সীমান্তে বর্ধিত করে উৎসাহ ও বর্ধিত করে তারের বর্ধিত করে পলায়নে মকে স্কি। থেকে বতোইনী তনু পলায়নকারীদের পলায়নে একে দিনেরে জন্ম ও রুখতে পারেনি। যো মনুষ আটলান্টিকি বা পলায়ন ত মহাসাগর অতিক্রম করতে পারো তারা কিতাদো দেশেরে সীমান্ত ও অতিক্রম করতে পারো না? পলায়নের হাজার হাজার মকে স্কিন পলায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রেরে। আর পাক-আফগান সীমান্ত সম্ভব মনিয়, সম্ভব দ্রুত-ঘরোও নয়, বরং দ্রুত গম পাহাড়-পর্বত ও বর্ধিত করে গলে যেরো। ফলে এ সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বর্ধিত করে পাহাড় পর্বতেরে কোন কোনা দিয়ে কে কতিবে পলায়ন করছে সটেইলো কয়েক লক্ষ সীমান্ত পলায়ন দিয়েও কিতাদো সম্ভব? সটেইলো দখলদার রুশ বাহিনী পারেনি। ভারত শাসনকালে বর্ধিত করে পারেনি। ন্যাটো বাহিনীও পারছে না। তখাচ ন্যাটো সো পাহারাদারকি দায়িত্ব চাপাচ্ছে পাকিস্তানের উপর। পাকিস্তানের সো অর্ধবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নেই। ভারতের সাথে তার নর্জিরে সীমান্ত পাহারা দিতেই পাকিস্তান হিম্মীম খাচ্ছে। সম্মুখিত কাশ্মীর অশান্ত হওয়ায় তার দ্রুত চিন্তা আরো বর্ধিত করে। ফলে তারা কনি নর্জি খরচে আফগান সীমান্ত পাহারা দিবে? এটি তখা আফগান সরকার ও মার্কিনীদের কাজ। মার্কিনীদের চাপে তাদের তনু গত বর্ধিত করে জনোরলে যো শাররফ তবুও বহু চেষ্টা করে, কনি তু পারেনি। তখাচ যো শাররফেরে সো বর্ধিত করে মার্কিন পলায়ন মনে নতি পারেনি, বলেছে যো শাররফ একাজে তানু তরকি ছিল না। এখন তালবানদের শক্তিবর্ধিত করে জন্ম দোষ চাপিয়েছে পাকিস্তানের সরকার ও তাদের গেলো দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষে দ্যকি বর্ধিত করে পলায়নের কতিবে এতটাই বর্ধিত করে যো শাররফেরে অপসারণেও সায় দিয়েছে। পাকিস্তানের তত্বনু তরো নর্জিরেই বহু বার বেয়ো বর্ধিত করে এবং বহু নরিপরাধ নরিহ মনুষকে তালবান বলে হত্যা করে। আর এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতকি আরো অস্থিতিশীল করছে। পাকিস্তানের তত্বনু তরো মার্কিন বেয়ো বর্ধিত করে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ঘটাবে লংঘতি হলো। সটেইলো পাকিস্তানের যো কোন সরকারের পক্ষ মনে নেওয়া অসম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ অত্বনু ত কর্তন হয়ে মার্কিনীদের পক্ষ নেওয়া। এতে তালবান বাহিনীর রকি রটমেন্ট ও সম্মুখিত বর্ধিত করে পলায়ন ডাবে, এবং সটেইলো যাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের রণকক্ষেতে। তালবানরা যো শুধু আফগানিস্তানের ৭০% দখলে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

নয়িছে তাই নয়, পাকসি় তানরেও সীমান্ত প্ রদশে ও বলে চিস্ তানরে বশিল পাহাড়ী এলাক্ ঙা নজি দখলে নয়িছে□
পাকসি় তানরে পুলশি বা প্ রশাসনরে কর্ মকর্ তাদরে প্ রবশে সথোনে তসম্ ভব□ পাকসি় তান সনোবাহনীকিও যতে হয়
হলেকিপ্ টার গানশপি ও ভারকিামান নয়িছে□ সটেওি কয়কে দনিরে দখল জময়ি়ে রাখার জন্ ঘ□

ন্ যাটে ার ব্ ঘর্ থতা প্ রকট ভাবে প্ রকাশ পয়েছে চলত্ সিপ্ তাহে□ দেশে রে গ্ রামীন এলাকা ঘে হাতছাড়া হয়ে গেছে তা নয়ি
এমনকি ব্ শ-ব রাউন-সারকে ঘী চক্ ররেও দ্ বঘিত নহে□ এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ রটিনে রে ডেইলী টলেগি় রাফও তা
নয়ি়ে দ্ বঘিত করনো□ তবে তাদরে বশি় বাস ছলি, সঘগ্ র আফগানসি় তানরে উপর নয়িন্ ত্ রণ না থাকলেও তন্ ততঃ কাবুল ও তার
আশপোশরে এলাকার উপর ন্ যাটে া নরিাপত্ তা প্ রতষ্টি ঠা করতে পরেছে□ এ সপ্ তাহে প্ রমাণ হল, কাবুল রে তত্ কিতাছেও তারা
কতটা নরিাপত্ তাহীন□ পাশ্ চাত্ য প্ রচার মাধ্ যম্ ছব্ ছিপছে, মটে ার সাইকলে, খে লা জপি চেপে মে জাহদিগণ কভিাবে
কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়- যা পাকসি় তানে সীমান্ত রে দকি়ে যাওয়ার প্ রধান সড়ক - তার আশপোশে প্ রকাশ্ য়ে চলাফরে
করে□ গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সাযান্ ঘ দু়ে ফ্ রান্ সরে ১০ জন সনৈকিক্ তারা হত্ যা করছে এবং মারাত্ মক ভাবে
আহত করছে ২১ জনক্□ পরদকি়ে পাকসি় তান সীমান্ত থেকে মাত্ র ২০ মাইল দু়ে বশিল মার্কনি ঘাট্ কি় ঘাম্ প সালমে রে
সম্ য্ থ ভাগে হামলা হয়ছে□ নহিত হয়ছে ১৩ জন যারা মার্কনিদেরে জন্ ঘ করতৈ, আহত হয়ছে আরৈ ২২ জন□ গত ৭ই
জুলাই বধি় বস্ ত হয়ছে কাবুল রে ভারতী় দু়ে তবাপ□ স্ বে মা হামলায় মারা যায় ৪১জন□

তবে ঘটই বাড়ছে প্ রতরি়ে া ততই মারমু খী হচ্ ছে ন্ যাটে া বাহনী□ গত ২০/০৮/০৮ তারখি়ে মার্কনি বাহনী হরিাত প্ রদশে রে
সনিদান্ দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি় নাগরকিক্ হত্ যা করছে□ নহিতদেরে যধ্ য়ে ১১ জন মহলি়া এবং ৫০ জন শশি়□ আর এ
তথ্ য প্ রকাশ করছে আফগানসি় তানরে স্ বরাষ্ ট্ র দফতর□ তবে আল-জাজরি়া স্ থনী় ব্ যক্ তদিরে বরাত দয়ি়ে খবর
দয়ি়েছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনরেও বেশী□ এখন আর শূ ধ্ তদন্ ত নয়, তারা দায়ী ব্ যক্ তদিরে শাস্ তি দাবী করছে□ এর
ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ ট্ মার্কনি বমি়ন হামলায় নহিত হয়ছে ১২ জন বসোমরকি় নাগরকি়□ একমাত্ র গত ৮ মাসই তারা ১
হাজারে বেশী বসোমরকি় ব্ যক্ তকি়ে হত্ যা করছে□ কথা হলৈ, এমন হত্ যা পাপল মার্কনিরা আফগানসি় তানকে গণতন্ ত্ র
ও উন্ নয়ন উপহার দবি়ে সটে কিকি়ে বশি় বাস করবে? তন্ ততঃ আফগানরা সটে ার বশি় বাস করে না বলই এখন তারা তাদরে
থকেই তারা ম্ ক্ তি চায়□ আফগানদেরে কাছে জীবন বাঞ্ চানই এখন বড় ইস্ য্ হয়ৈ দাংড়য়ি়েছে□

বলা হয়ৈ থাকে, নিউয়র্ ক ও পনে টাগণে ২০০১ সালরে ১ই সপে টম্ বর ঘে হামলা হয়ছিলি আফগানসি় তানে মার্কনি হামলার
পরকিল্ পনা হয়ছিলি তারপর□ কথাটি ঠিকি নয়□ পরকিল্ পনা হয়ছিলি নব্ বইয়রে দশকই□ একথা সত্ য, স্ ভয়ি়ে রাশয়ি়ার
লড়াইয়ে মার্কনি য্ ক্ তরাষ্ ট্ র মে জাহদিদেরে সাহায্ য করছিলি□ তবে স্ সাহায্ য নঃশর ত্ ব ছলি না□ তাদরে আশা ছলি
স্ ভয়ি়ে রাশয়ি়ার পরাজয়রে পর আফগানসি় তান তাদরে তন্ গত থাকবে□ কনি তু়ে তালবোনদেরে ক্ যমতায় যাওয়ায় মার্কনিদেরে
স্ প্ রত্ যাশা প্ রণ হয়নি□ আর এ কারণে তাদরে অপসারণও মার্কনিদেরে লক্ ষ্ য হয়ৈ দাংড়ায়□ এবং সটে নিউয়র্ কে হামলার
বহু প্ র্ বই□ সটে কি়ে নে গৈ পন বসিয়ও ছলি না□ নিউজ উইক্ ও ওয়াশিংটন প্ ষ্ টে তা নয়ি়ে একাধকি় নবিন্ ধ ছাপা হয়ছে□
ওয়াশিংটন প্ ষ্ টে রে প্ রথম প্ ষ্ টায় ছাপা হয়, স্ তাইই সথোনে ১১১৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদেরে লক্ ষ্ য়ে কাজ
করছিলি□ ২০০১ সানরে ওরা অক্ টে বর ওয়াশিংটন প্ ষ্ টে খবর ছাপে, ক্ লনি টন প্ রশাসন এবং পাকসি় তানরে প্ রধান
মন্ ত্ রী নওয়াজ শরীফ ১১১১ সালই বনি লাদনেক্ হত্ যার পরকিল্ পনা করছিলি□ কনি তু়ে সটে সিম্ ভব হয়নি□ তার আগই
জেনোরলে মে াশারফ নওয়াজ শরীফক্ অপসারণ করনে□ জেনোরলে মে াশারফ আর স্ পরকিল্ পনা নয়ি়ে এগ্ য়নি□ ইংল্ যান ডে
থকে প্ রকাশতি জনেস ইন্ টারন্ য়াশনাল স্কিডি়ারটিরি ২০০১ সালরে ১৫ই মার্ চ প্ রকাশতি রপি়ে রে টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও
রাশয়ি়ার সহযে াগতি নয়ি়ে য্ ক্ তরাষ্ ট্ র তালবোন সরকাররে অপসারণে চষ্ টা করে□ এ লক্ ষ্ য প্ রণে য্ ক্ তরাষ্ ট্ র
তাজকি়ি় তান ও উযবকি়ি় তানে অবস্ থতি তাদরে ঘাট্ থকে নর্ দার্ ন ত্ য়ালয়নে সকে বিপ্ল তস্ ত্ র জে াগতে থাকে□
ওয়াল স্ ট্ রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভম্ বর খবর দয়ৈ, তালবোন সরকার হটানৈ রে লক্ ষ্ য়ে স্ তাইই এ বছে নেয়ৈ
মার্কনি য্ ক্ তরাষ্ ট্ ররে সাবকে প্ রতরিক্ ষা উপদেষ্টা রবার্ট্ ম্ যাকফারলনেক্□ তিনি তালবিন বরি়ে ষী সাবকে মে জাহদি
নতো আব্ দুল হক্ ও আহম্ মদ শাহ্ মাস্ দকে বছে নেন এবং স্ পরকিল্ পনা হয়ছিলি টুইন টাওয়ার ধ্ বংস হওয়ার তনকে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

আগেই কনি তু মার কনিদরে সচেষ্টাও ব্ধর্ থ হয় কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকারের হাতে আহমদে শাহকে হত্যা করত সোহাঘ্য করছেলি একজন আলজেরিয়ান মোজাহদি

তন্ঘদের ঘাড় তপ্ত রখে উদ্দেশ্য সাধনই মার কনিদরে প্রথম প্রায়েরটি লক্ষ্য, নজিদের তর্ থ ও রক্তক্ষয় কমানো। কনি তু তালবোনদের বরিদ্ধে সচেষ্টা সফল হয়নি ফলে নজিদেরই নামতে হয়েছে এবং স্টেরি শুরুর ২০০১ সালের ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বধিবস্তু হওয়ার ১ মাস পর শুরুতেই ঘেষা দয়িছেলি, হামলার লক্ষ্য আল-কায়দা নতো বনি লাদনে ও তালবোন নতো মেল্লা ওমরুরে গরফেতার এবং আল কায়দোক ধ্বংস করা। কনি তু বর্গিত প্রায় ৭ বছরে সচেষ্টা তর্ জতি হয়নি এখন তাদেরকে গরফেতার বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোম্বা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবশ্যিককরে হত্যা করে লাভ হয় না তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়কে লক্ষ্য নরিপরাধ মানুষ হত্যা হয় হাজার হাজার বোম্বা ফলেছে বস্তু গহু, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি সমগ্র দেশ পরণিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নয়িন্তরণ বাড়তে পারেনি বরং কমছে তনকে ২০০১ সালে ঘে নয়িন্তরণ ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই শূধু বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্থল ও পণ্ডগু মানুষের সংখ্যা কবরে কবরে ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরণিত হয়েছে ন্যাটো-বরবরতার প্রতীক ৭ বছর আগে ঘে নরিপত্তাপতে এখন সচেষ্টা তার কথা তারা ভাবতেও পারে না এমন করিজধানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবর্ধন কারণ জনসমর্থন মাছ যমেন পানতি ইচ্ছামত সাংতার কাটে মোজাহদিরাও তমেনা জনসমর্থনের কারণে তপ্ত র কাংখে রাপ্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে আফগানিস্তানে মত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পতে হলে ঘে কন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হিতে হয় তখন সচেষ্টা সাধারণ মুসলমান শূধু মৌখিক সমর্থনই দিয়ে না; তর্ থ, সময় এবং রক্তও দিয়ে রুশদের বরিদ্ধে সচেষ্টা প্রমানতি হয়েছে এখন আবার সচেষ্টা বর্তীয়বার প্রমানতি হচ্ছে ইসলামে নছিক যুদ্ধ বলে কন প্রতশিব্দ নাই ঘটেই আছে সচেষ্টা জব্বাহিদ মুসলমানের প্রতটি ক্রমকে যমেন হালাল হতে হয়, তমেনা প্রতটি যুদ্ধকে জব্বাহিদ হতে হয় সচেষ্টা লার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্রাণদান দুর্বে থাক সামান্য তর্ থদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না এটি তাপচয় এমন যুদ্ধে যাগ দিয়ে নছিক পশোদার বতেনভেগিও ধর্ম তে অগ্নিকারশূণ্য সচেষ্টা লারেরো কনি তু জব্বাহিদ সর্ব-মুসলমানের ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দর্গিদিক থেকে ছুটে আসে পণ্ডগপালের মত তারা যাগ দিয়ে নজি-খরচে রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জব্বাহিদে মোজাহদিরা ছুটে এসেছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে আফগানিস্তানে আজও সচেষ্টা হচ্ছে কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন ব্ধক্ তদিরে সংখ্যা কম নয় যারা নাঘাঘ-রোঘা, হজ্ব-ব-ঘাকাতের পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জব্বাহিদের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে ও খুজ্জা এমন ক্ষেত্রে পরলে তারা নজি উদ্ঘেগে উড়ে আসে ভৌগলিক বাধা কন বাধাই নয় এজন্যই তালবোন বাহিনীতে লড়াকু মোজাহদিদের অভাব হচ্ছে না রুশ বাহিনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলি ন্যাটো বাহিনী সমস্যা হল তারা ইসলামের অতীত মৌলিক বধিয়কবে বাতলে ভুল করছে একটা মুসলিম দেশে তমুসলিম দখলদারি এবং গণহত্যা ঘে জব্বাহিদের বিশুদ্ধ বধেতা দিয়ে সচেষ্টা সামান্য জ্ঞান কিয়ার কনিদরে আছে? এ অজ্ঞতার কারণে বাতলেই পারে না, আফগানিস্তানের জব্বাহিদে কন আরব, পাকিস্তানি, চচেনে, উজবেক বা উইগুর চাইনজি মোজাহদি লড়ছে ভাবছে, সন্ত্রাসী বলে গালগিলাজ করলে বা গেয়ান তেনামো বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তমুসলিম দেশের ৭০ হাজার সনৈঘন্যাটে তার পতাকা তলে কাংখে কাংখ মলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তানে তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের এসছে তন্ঘ গে লার থ ও বিশ্বে তন্ঘ কণে থেকে ভাষা, বর্ণ ও ভুলে কন বাধাই সৃষ্টি করছে না এমন প্ঘান-পাশ্চাত্য ঘবাদ হলে তাদের রাজনীতি, প্রতরিক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি এর র্তাও গভীরে রয়েছে তাদের প্ঘান-খ্ষ্টিবাদ তখচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্ঘান-পাশ্চাত্য ঘবাদ, প্ঘান-খ্ষ্টিবাদ ও তার প্রতীক ন্যাটো য়ে কাবলোয় আফগানিস্তানে সচেষ্টা প্রবল কাজ করছে সচেষ্টা প্ঘান-ইসলামিজম ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারখোর উর্ধে উঠে ঘে প্রতরিত্য লড়াই তারা লড়ছে সচেষ্টা তাদের নছিক রাজনীতিনয়, পররাষ্ট্রনীতিনয়, মৌলবাদও নয় ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তান তাকে ঘর কনি বাহিনীর যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থাৎ তাকে মধ্য এশিয়ার তলে ও গ্যাসের খনতি যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তলে ও গ্যাস খনির পরিমাণ ৭৫% এখন ঘর কনিদের হাতে। সখলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ এলাকার তলে ও গ্যাস নিয়ে আগার জন্য আফগানিস্তানের উপর দৃষ্টি তারা তলে ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালবোনদের কৃষ্যতাথাকার কারণে সটে পূর্ণ হতে পারেনি। এজন্য তাদেরকে হতানয়ে জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি অন্যতর। সে ভয়িত রাশিয়ার দখলদারী মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবাহিদদের ইনস্টিটিউশনে। সে ইনস্টিটিউশন পরিচিতি ঘাটতি ছিল জুবাহিদী চেতনার। ইসলামের বর্ণিত আদর্শ যেকোন শক্তিশালী স্টেটের পরিমাণ তারা ময়দানে দৃষ্টি ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শ শক্তিশালী হিঁসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদিনা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বুক আর কোন দেশে এত মৌজাহিদ ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কোন ভৌগোলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষী মানুষ এখানে এক মৌহনায় এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সে ভয়িত রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টারগটে রূপে বহু নয়েছিল ঘর কনি আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপ তালবোনদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের সবার্থ ও মূল্যবোধের পর এটিকে তারা হুমকিরূপে মনে করলে। মুসলিম দেশগুলিতে ব্যতীত পুরাণদন্ড মূল্যবোধ, মদ্যপানে শাস্তি হব, নষিদ্ধ হব নাচগান, উল্লেখ্যতা, বতোইনী হব, সূদী শাস্তি ও কাঙ্করবার - এমনটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্রাজ্যের বর্ণিত তার না হোক, তন্যতঃ এগুলিকে তারা বর্ণিত বয় করত চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বর্ণিত কতই ন মানচিত্রের আওতায় আনতে না পারলেও একটি অভিনব মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বর্ণিত বর্ণিত তারা যখনে যায় মদ্যপান, ব্যতীত, সূদখেরীর ন্যায় তন্ত্যাসগুলে। সাথে নয়েই যায়। বর্ণিত বর্ণিত ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সগে লনিষিদ্ধ হলে তাদের বাঁচাটাই নরিনন্দ হব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বর্ণিত বর্ণিত পরিচরার পরিচরাকে বাধা রূপে ত করছিল তালবোনরা। শুধু আফগানিস্তানেই নয়, তন্যন্য মুসলিম দেশেও। তালবোনদের উচ্ছদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং সটেগে পন বর্ণিত ছিল না। ঘর কনি পুরসেডিনে ট জরুরী এবং পুরাক্তন বর্ণিত পুরানমন্য ত্রী বর্ণিত বলছেলিনে, এটি হলে। দুটি মূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাতঃ। লড়ছে সে মূল্যবোধের বর্ণিত। একই যুক্তিতে পুরসেডিনে ট পদপুরাথী বারাক ওবায়া বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। বর্ণিত পুরানমন্য ত্রী বর্ণিত বলছেন, আফগানিস্তান হলো আগল ফ্রন্টলাইন। একই মত ফ্রান্সের পুরসেডিনে ট ও জার্মান চ্যান্সেলরেরও। এভাবে এ যুদ্ধ ঘর কনি যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধ থাকেনি। পরণিত হয়েই ইসলামের বর্ণিত মতঃ পাশ্চাত্য খৃস্টান জগতের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জয় করে পুরসেডিনে ট বর্ণিত মতঃ দৃষ্টি একবার কুরসেডে শব্দটি বর্ণিত হয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুতে বর্ণিত লাদনেকে হত্যা করা পরিচরায় বর্ণিত বর্ণিত করা হলেও আজ আর সটেগে মতঃ আনা হয় না। এখন সটে শরিয়ত আইনের উচ্ছদে, জুবাহিদী ইসলামের বর্ণিত। তালবোনদের অপরাধ শুধু এ নয় যে তারা বর্ণিত লাদনেকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত পরিচরী করা ছিল। এবং জহোদকে বর্ণিত বর্ণিত করছিল।

এজন্যই ন্যাতঃ। যুদ্ধ শুধু সামরিক নয়; আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক। ইসলামের মৌলিক বর্ণিত বাসগুলোকে মৌলবাদ বলে সগে লে বর্ণিত বর্ণিত। ফলে তারা শুধু বর্ণিত বর্ণিত, টাংক ও গেলোবার্দ নয়েই সখনে হাজরি হয়নি, হাজরি হয়ে শক্তিশালী পরিচরার মতঃ, স্যেকুলার মডেলের স্কুল, মদ, তশলি ভারতীয় ও হলডিডের ছায়াছবি ও তন্ত্যন্য স্যেকুলার এনজিও নয়েও। এনজিওগুলো। বাংলাদেশের মহলিাদের যমেন রাস্তায় নামিয়েছে এবং লেন দেওয়ার নামে সূদখওয়ার ন্যায় তন্ত্য জঘন্য হারাম কাজকে সাংস্কৃতিক বর্ণিত ফলেছে সটে তারা আফগানিস্তানেও করতে চায়। ইসলাম এনকইজ বর্ণিত ন্যায় ফরয কাজেও মহলিাদের একাকী যতে দেয় না। তখচ এনজিও গুলি মহলিাদের একাকী গাছ পাহারায় নামিয়েছে, দেকানে বসিয়েছে। য়ে মূল্যবোধের কারণে ঢাকা বা মুম্বাইয়ে পততিবর্ততি বা ব্যতীত যমেন শাস্তি যোগ্য অপরাধ নয় বর্ণিত আইনসিদ্ধ একটি পেশা, সটে তারা আফগানিস্তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পণ্যের ন্যায় নরী দহেকও সহজে কনো-বচোর পণ্যে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে ব্যতীতদের পাথর মরে হত্যা করে আন আইন অমানবিক। তালবোনদের পরাজয়ের পর বর্ণিত শক্তিতই য়ে বর্ণিত দৃষ্টি, আর যাই হোক শরিয়তের আইন তারা পরিচরী করতে দবে না। হামলার লক্ষ্য য়ে নহিক বর্ণিত লাদনে ও মৌলা ওমররে হত্যা নয় বর্ণিত ইসলামের বর্ণিত ও মূল্যবোধের নরী মূল সটেগে সদিনে পুরকাশ পয়েছিল। তাদের কথা, ইসলামকে জহাদমুক্ত করতে হব। কারণ, এ জহাদী চেতনাই পাশ্চাত্যের আধিপত্য বর্ণিত বড় বাধা। জহাদী চেতনার শক্তিত তারা স্যেক্ষে দেখেছে রাশিয়ার বর্ণিত মতঃ দেখেছে লবোননে। য়ে ইসরাইলী সামরিক শক্তির বর্ণিত মতঃ মশির, সর্বিয়া ও জর্দানের মলিতি বাহিনী এক সপ্তাহ টকিতে পারনে। সে ইসরাইলী বাহিনীকে তনি সপ্তাহব্যাপী রুখেছে

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

হজিবুল্লাহ □ একই শক্তিবলে হামাস ইসরাইলীদের বতিড়তি করেছে গাজা থেকে □ এ জব্বাহিদী চতেনা-সম্পন্ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ □ মুসলমানরো কোন ধরণের অস্ত্র বানাবে বা ব্যবহার করবে সটেঘিমে নরিধারণ করতে চায় তমেনি ইসলামের কোন শক্তি থাকে গ্রহন করবে বা বর্জন করবে সটেও তারা নরিধারণ করে দতি চায় □ আফগানসি তানে ন্যাটারে ঘুদুধ কোন জাতয়িতাবাদী শক্তরি বরিদুধে নয়, কোন জাতীয় সরকারে বরিদুধেও নয় □ বরং সটেছিলো ইসলাম ও ইসলামি মূল্যবোধে বরিদুধে □ এখাই তালবোনদের বড় সাফল্য □ পপ্রিলও সটেপারনে □ কাশ্মীরীরাও এ যাবত পারনে □ (অবশ্য কাশ্মীরীরা ইদানিং জাতয়িতাবাদ ছড়ে ইসলামের দকি আসছে □ তারা এখন শ্লেগান দটিছে ‘আজাদীকা মতলব কয়্যা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’) অথচ তালবোনরা এ ঘুদুধকে ইসলাম ও অনসৈলামের ঘুদুধে পরণিত করেছে □ পরণিত করেছে স্কেলারজিয় ও জাতয়িতাবাদমুক্ত এক নরিভজোল জব্বাহিদে □ এমন ঘুদুধে মহান আল্লাহ ও তাদরে পক্ষে হয়ে যান □ নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়ছিলি □ তালবোনদের বশিবাস, আল্লাহর সাহায্য ও বজিয়তো এ পথেই সুনশিচতি হয় □ কথা হলো, ন্যাটারে বমিয়নগুলো আফগানদের অসংখ্য বাড়ী-ঘর ও দোকানপাট গুড়িয়ে দতি পারলেও এ বশিবাসকে তাক করে কটিকটিগে লাও ছুড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮